খেয়া

স্থাপিত - ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯ রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি স্বপন রায় চৌধুরী '৫৩
সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক শান্তনু চট্টোপাধ্যায় '৮৩

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2017-2019 • Vol 08 • Issue 11 • 15 November 2019 • Price Rs. 2.00 •

আবেদন - প্লাস্টিক বর্জন করুন ঃ পরিবেশকে রক্ষা করুন

সম্পাদকীয়

গত এক মাসের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। তার মধ্যে প্রথমেই যেটা বলতে ভালো লাগছে সেটা হল আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের বিজয়া সম্মিলনী। সবদিক থেকে সফল এই অনুষ্ঠানের একটি বিবরণ আমাদের সম্পাদক এই সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন। এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে এই অনুষ্ঠানের উষ্ণতার রেশ এখনও আমাদের সবার মধ্যেই রয়ে গেছে। এ বাবদে কার্যকরী সমিতির সমস্ত সদস্য, অনুষ্ঠানের শিল্পীবৃন্দ, সঞ্চালক এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমস্ত সাধারণ সদস্যদের ধন্যবাদ। যার অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিচক্ষণ তদারকি ছাড়া এ রকম একটা সুন্দর অনুষ্ঠান পূর্ণাঙ্গ রূপ পেত না সেই পার্থ রায় এবং অবশ্যই অরূপ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই অনুষ্ঠানের যুগ্ম আহ্বায়ক ও মূল কান্ডারি। এদের দুজনকে বিশেষ ধন্যবাদ। এবার আসি একটা মন খারাপের খবরে। বেশ কিছুদিন রোগভোগের পর চলে গেলেন নবনীতা দেব সেন। সুলেখিকা এবং একজন পণ্ডিত মানুষ হিসাবে তাঁকে সবাই জানেন কিন্তু এর বাইরেও আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ওনার যোগাযোগ ছিল আরেকটু নিবিড়। উনি নিজেই নিজেকে এই স্কুলের পাড়ার মেয়ে বলতেন এবং ওনার দাদা, ভাই এবং আরও অনেক কাছের মানুষ এই স্কুলে পড়েছিলেন বলে উনি এক ধরনের আত্মীয়তা অনুভব করতেন আমাদের সঙ্গে, এ-ও ওনার নিজের কথা। দেবপ্রসন্ন সিংহ আর সুকমল ঘোষের স্মৃতিচারণায় ওনার বিষয়ে এ রকম অনেক কথাই আপনারা জানতে পারবেন। বাঙালি মণীষার দীপ এক এক করে যেমন নিভে যাচ্ছে তেমনই নতুন দীপ জ্বলে উঠছে একে একে এবং অবশ্যই আমরা সেই সব দীপের আলোয় আরও বেশি করে আলোকিত হয়ে উঠব, প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না। প্রকৃতি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসে থাকতেও দেয় না। দুঃখ, শোক, আনন্দ আর হাসির এই চক্রবৎ পরিবর্তনের নিয়ম মেনেই আমরা এখন অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক পিকনিকের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছি। বিগত বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের হিড়িক ক্রমবর্ধমান। সেই ধারা আমাদের আশা বাড়িয়ে দিয়েছে। পিকনিকের নাম নথীভূক্তকরণ শুরু হয়ে গিয়েছে। আশা করি প্রত্যেক সদস্য সপরিবার যোগদান করে আগামী ১২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের পিকনিকে রেকর্ড সংখ্যক সদস্যের যোগদানের নজির সৃষ্টি করে এবারের পিকনিক সফল করে তুলবেন। শীত আসছে, সাবধানে আর আনন্দে থাকুন সবাই।

পিকনিক আগামী ১২ জানুয়ারি ২০২০ রবিবার

নাম নথিভুক্ত করান আজই (অনলাইনে করারও সুবিধা আছে)

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

প্রতি বুধ সন্ধে ৭-৩০-৯-৩০টা এবং রবিবার ১১-১-৩০টা স্কুলে অ্যালমনিতে

যোগাযোগ ঃ অরূপ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৯৮৩০০১৪৪৬৩) শান্তনু বসু (৯৪৩৩১ ৪৮৮৩১)

ONLINE MONEY TRANSFER:

JBI Alumni Association
Bank : Allahabad Bank ,
Golpark Branch
A/C No. 20789414709
IFSC Code : ALLA0210675
MICR CODE No. 700010026

প্রাক্তনী সংবাদ

বিজয়া সম্মিলন

কালীপুজো ভাইফোঁটা কাটিয়ে শারদোৎসবের অন্তিমে গত ৩ নভেম্বর হয়ে গেল জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের বিজয়া সম্মিলন। একশো প্রাক্তনীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি বন্ধুদের মেলবন্ধনের উৎসব হয়ে উঠেছিল। '৪৬ সালের প্রাক্তনী থেকে ২০১০-এর প্রাক্তনী সবাই সামিল ছিলেন সে উৎসবে। ছিলেন বহু প্রবাসী প্রাক্তনী, যারা পুজোয় এ শহরে এসেছিলেন। স্বাগত ভাষণে সভাপতি স্বপন রায়চৌধুরী মশাই সকলকে অভিনন্দন জানান এবং মঞ্চে উপস্থিত সেদিনকার সাংস্কৃতিক কর্মীদের ফুলের তোড়া ও মহেন্দ্র লাল দত্তের ছাতা দিয়ে সম্মানজ্ঞাপন করেন। আহ্বায়কদ্বয় অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পার্থ রায়ও অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক বক্তব্যে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

এরপর প্রাক্তনীর নবগঠিত সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্ম 'ফাটাফাটি' তাদের অনুষ্ঠান "তোমার খোলা হাওয়া" শুরু করে। উদ্বোধনে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় (৮৫) এ গানটি পরিবেশন করেন দক্ষতার সঙ্গেই। শুভেন্দু সেনগুপ্তের (৮৬) উদাত্ত রবীন্দ্রসংগীত এবং ইন্দ্রনীল সরকারের (৯২) আধুনিক ও লোকসংগীত শ্রোতাদের মোহিত করে রেখেছিল। একজন প্রাক্তনীপত্নী বৈশালী গুন জয় গোস্বামীর কবিতা পাঠ করে অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য তৈরি করেন। অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় একই গানের ভাষান্তর করে হরেক ভাষায় গান গাইলেন। অতিথি গায়ক শিবরাম সাঁই কিশোরকুমারের চিরায়ত গানগুলি পরিবেশন করেন। অবশেষে '৭২ ব্যাচের দীপায়নদা ছিলেন 'ফাটাফাটি'র বিশেষ আকর্ষণ। অনবদ্য গায়কীতে বয়সকে পিছনে ফেলে সত্তর আশির মেলোডিতে ভাসিয়ে দেন আসর। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন প্রতীপ মুখার্জি (৮৫) তার স্বভাবসিদ্ধ বাচনে।

আড্ডার সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে কপিলার চা আর সুরেশের মিষ্টির প্যাকেটটি যে বিজয়ার কোলাকুলির পরে মিষ্টিমুখযোগে অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণতা দিয়েছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি করে চাবির রিং শ্রোতাদের উপহার হিসাবে দেওয়া হয়।

আহ্বায়ক অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় আহ্বান রাখেন, ১২ জানুয়ারি '২০ পিকনিকে সকলকে সপরিবার আসার জন্য।

কবিতা

এলোমেলো লেখা

প্রতীপ মুখোপাধ্যায়

জোড়াতালি দেওয়া স্বর্গের লোভে
ছুটে বেড়াই সকাল থেকে বিকেল
ঘুমহীন রাত কাটে মোক্ষের খোঁজে.....

এখনো আকাশ নীল
রামধনু দেখা যায়.....
শুধু বৃষ্টির জলে ঘামাচিরা বেঁচে থাকে

যাকে ভালবাসি.....
সেও কি ভালবাসে?
দূরে চলে যাওয়া ক্ষণ
স্মৃতি হয়ে ফিরে আসে!
এই বধির গ্রহে
সবাই সব জানে
আর
বুঝে নিয়েছে যে যার মতো
বেঁচে থাকার আসল নিদান!
তবু ভালবাসা শব্দের মাঝে
তোমার উপস্থিতি আজও অমলিন.....
এত কিছুর পরও
ঈশ্বরের চড়া অস্তিত্ব জানান দেয়
অমোঘ সত্যের.....
স্ত্রীলিঙ্গ তাঁকেও
অশুচি হতে হয় বছরে তিনদিন!
চাহিদার যোগানে ভাঁটা পড়া.....
মধ্যবিত্ত ভালবাসা ঘোরে ফেরে
একই বৃত্তে.....
বেনিয়া সভ্যতার কাঁধে হাত রেখে
দালালি সখ্যতায় স্নান করে
নিজেরই রক্তে.....
তোমাকে বলব না কখনো
ভালবাসার জন্ম হয় কী ভাবে.....
পারো যদি বুঝে নিও
নিরলস এই বেঁচে থাকা
সেও জেনো অকারণ...স্বভাবে!

পরিবেশ বনাম নগরায়ণ (১)

সন্দীপ চক্রবর্তী

২৫ সেপ্টেম্বরের বিকাল। পুনে শহরে ও তার উপকণ্ঠে স্কুল, কলেজ, অফিস থেকে ঘরে ফেরার ভিড় বাড়ছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, এ বছর বৃষ্টিটা অস্বাভাবিক বেশি। বর্ষা যেন এই এলাকার প্রেমে পড়ে গেছে, যাবার নামই নেই! আরও অদ্ভুত ব্যাপার — কদিন যাবৎ ভীষণ আঞ্চলিক ধারাপাত হচ্ছে। শহরের এ প্রান্তে অঝোর ধারা তো অন্য প্রান্ত স্বাভাবিক। এদিনও সন্ধ্যায় এক পশলা ঢালবে, এই চিন্তা মাথায় নিয়ে পথে নেমেছিল ব্যস্ত শহর। কিন্তু কী তান্ডব অপেক্ষা করে আছে ঐ কালো মেঘের গভীরে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

সন্ধ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামল অঝোর ধারায়। গত ৫ মাস ধরে ভিজতে থাকা শহর আরও একটি বর্ষণস্নাত সন্ধ্যা মাথায় নিয়ে পথে নামল। কিন্তু এই সন্ধ্যার পর যে ভয়াবহ রাত অপেক্ষা করে আছে, তা ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেনি কাতরাজ, সহকারনগর সমেত বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা।

বিগত ৫ মাসের প্রবল বৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই ভরে টইটম্বুর কাতরাজ পাহাড়ের উপরের ২৫০ বছরের পুরোনো জলাধার। এ রকম অবস্থায় কাতরাজ সংলগ্ন এলাকায় প্রবল বৃষ্টি চলল ঘন্টা চারেক ধরে। তবে আমাদের দেশে বিদায়ী বর্ষায় এ বৃষ্টি একেবারে আশ্চর্যের বিষয়ও নয়। যেটা সবাইকে হতবাক করল সেটা হল কাতরাজ লেক থেকে নেমে আসা জলের ধারা আমিল ওধা খালের দু পাশ ছাপিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল পথঘাট, সম্ভ্রান্ত জনবসতি এলাকা। সময় তখন সন্ধ্যা ৮টার কাছাকাছি। ঘরমুখী মানুষ কেউ দুচাকায়, কেউ চারচাকায় ক্রমশ বেড়ে ওঠা জলস্তরের ধাক্কায় ভেসে চলেছে নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে। কাতর ফোন যাচ্ছে প্রিয়জনের কাছে। এই অভূতপূর্ব এবং অপ্রত্যাশিত আঘাতে নাগরিক, পুলিশ, প্রশাসন সবাই দিশেহারা হয়ে গেল।

কাতরাজ, বালাজিনগর, সহকারনগর, পদ্মাবতী, ফতিমানগর — এগুলি ক্রমশ বেড়ে ওঠা পুনে শহরের উপকণ্ঠে রীতিমতো বর্ধিষ্ণু এলাকা। এইসব এলাকা ভাসিয়ে নিয়ে গেল চারঘন্টার একটা বৃষ্টি। হাজার হাজার মানুষ আটকে রইলেন পথে, বাড়ির লোক যোগাযোগ করার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে গেল ঘরে না ফেরা স্বামী, সন্তান, পিতামাতা, ভাই, বোনেদের।

দুঃস্বপ্নের রাত কেটে ভোরের আলো ফুটল, ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল জলস্রোতের তাণ্ডবের চিত্র। শুধু পথচলতি মানুষই নয়, ভেসে গেছে নীচু এলাকার বাড়িঘর, ভেঙে পড়েছে সুসজ্জিত বাংলোর দেওয়াল, চাপা পড়ে মৃত বাসিন্দারা। কান্নার রোল পাড়ায় পাড়ায়। উদ্ধারকার্য শুরু হতেই সামনে আসতে লাগল মৃত ও নিখোঁজের তালিকা। শিউরে ওঠার মতো পরিসংখ্যান — ২১ জন মৃত, ৫ জন নিখোঁজ। সবাই প্রায় জলে ভেসে গেছেন পার্শ্ববর্তী ক্যানালে, কেউ গাড়ির ভিতর আটকে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত।

...জীবন থেমে থাকে না, শোকের চাদর সরিয়ে দিনগত পাপক্ষয়ে লিপ্ত হই আমরা। বিশেষত পুনের মতো ব্যস্ত শহরের বসে থাকলে চলে না। যথারীতি জীবনের জলতরঙ্গে সামিল হল নাগরিক জীবন। কিন্তু এই দুর্ঘটনার রাত আমাদের খাড়া করে দিল এক বিরাট প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। ভারতের মতো বৃষ্টিপ্রবণ দেশে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোলে এই উপত্যকায় এই বৃষ্টি তো সৃষ্টিছাড়া কোনও ঘটনা নয়। তাহলে কীসের প্রভাবে তছনছ হয়ে গেল শহরের এক বিস্তীর্ণ এলাকা? ঝরে গেল তরতাজা প্রাণগুলি? যাদের কেউ ছিল প্রযুক্তি শিল্পের লিডার, কেউ সদ্য পাশ করা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট আবার কেউ বা বিশেষভাবে সক্ষম বিখ্যাত সাইক্লিস্ট।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে নামলেন কিছু বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও নাগরিক সমাজের একাংশ।

পরবর্তী পর্বে সেই উত্তরেরই খোঁজ নেব আমরা। নিতে আমাদের হবেই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অপরাধী থেকে যাব নইলে। আজ পুনে শহরে ১৫ মিনিটের বৃষ্টিতে পথ ঘাট জলে ডুবে যায়। কেন? এর থেকে বাঁচার পথ কী? আজ যা পুনেতে ঘটল কাল তা ধেয়ে আসবে কলকাতায়। অন্যান্য শহরে। তাই sustainable development–এর উপায় নিয়ে আলোচনা ও চর্চার পথ খোলার প্রচেষ্টা করব আমরা।

(ক্রমশ)

অ্যালমনি অ্যাওয়ার্ড
বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন
২২ ডিসেম্বর ২০১৯ রবিবার
বিকেল ৫টা থেকে স্কুল হলঘরে
যোগাযোগ ঃ দেবপ্রসন্ন সিনহা /৬৭ (৯৮৩০১২৯৫৫১) ■ সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় /৮৪ (৯৪৩১৫ ৯০৩১৩)

অন্দরসজ্জা / পার্থ রায়

এ মহল যাত্রা এক তিলোত্তমার রূপদান। ঠিক কেমন? যদি প্রতিমা নির্মাণের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে প্রথমে কাঠামো, খড়ের বুনন, মাটির প্রলেপ তারপর শুরু হয় শেষ পর্ব। এই অন্দরসজ্জা বিষয়টাও অনেকটা সেইরকমই।

কর্মজীবনে আমার উপরওলা বারবার বলতেন, "দ্যাখো, সমস্ত দেনাপাওনা মেটার পর যদি উদ্বৃত্ত কিছু থাকে তাহলেই মানুষ তখন interior decoration এর কথা ভাববেন। না হলে তো রেডিমেড ফার্নিচার কিনেও সব সামলে দেওয়া যায়।" ডিজাইন তৈরি হত সে ভাবেই। আজ সমীকরণটা অনেকটা বদলে গেছে। আগেই সুসজ্জার কথা ভাবা হয় সিস্টেম, আরাম, আকর্ষণ আর বিপণনকে প্রাধান্য দিয়ে। এই interior design কিন্ত ঘরের সীমা ছাড়িয়ে পা ফেলেছে বাইরেও। যেমন বারান্দা সংলগ্ন বাগান বা লন – তারও ডিজাইন এবং কারিগরি ব্যাপারস্যাপার এখন এই interior design-এরই অঙ্গ হয়ে গেছে, এমন কী রুফ গার্ডেনও তাই।

তবে কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি যে অন্দরমহলের অনায়াস সাধ্য অল্প কিছু রূপদান মনে শান্তির হদিস এনে দিতে পারে। দিনের শেষে কর্মক্লান্ত শরীরে মৃদু ঝংকারের তান বাজতে পারে।

কোনও কিছু না বদল করে শুধু আলো বদলেই শুরু হইয়ে যেতে পারে পালাবদল। সঠিক জায়গায় আলো এবং ঘর অনুযায়ী তার intensity of illumination মুহূর্তে বদলে দিতে পারে mood of mind. এমন অনেক indoor plant আছে যা ঘরে থাকলে পরিবেশই পালটে যায়, এমন কী এই indoor plant composition ও করা যায়। না, একেবারেই ব্যয়বহুল নয় বরং পরিবেশবান্ধব এই সজ্জা অক্সিজেনের যোগান দেয়। সাথে থাকুক বাহারি টব।

চিত্তহরণ করতে পারে ছোট একটা centre table আর ashtray। না, please সিগারেট নয় শুধুই শিল্প। নান্দনিকতা। ডাইনিং টেবলের উপর রাখা ম্যাট-ও ভোল পালটে দিতে পারে পুরো টেবলটারই। ল্যান্ড স্কেপ বা জিওমেট্রিক্যাল ফিগার ড্রয়িং দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিলে (অবশ্যই সঠিক জায়গায়) একটা আলাদা মাত্রা যোগ হবে এবং সেই জায়গাটা একদম নতুন মনে হবে। সপ্তাহান্তে পালটে যাক বেড শিট, বেড কভার আর বালিশের ওয়্যার। ড্রয়িং রুমে বসার জায়গা যা আছে তার সঙ্গে খানদুয়েক শান্তিনিকেতনের মোড়া আর এক কোণে একটা প্রমাণ সাইজের বিষ্ণুপুরের ঘোড়া পুরো পরিবেশটাই পালটে দেবে।

যদি সংস্থান সহায় হয় বা থাকে তাহলে সব শেষে রঙ। এ যেন প্রতিমার চক্ষুদান। এখন সব বড় কোম্পানিই সফটওয়্যারের মাধ্যমে রঙের সুন্দর ডেমো দেখায়। ভেবেচিন্তে হয়ে যাক না একবার, আর জীবন তো একটাই, অন্তত চেষ্টাটা থাকুক না।

ও হ্যাঁ, সমস্ত ঘরের মাপ মানে ফ্লোর প্ল্যানটা যেন একদম মনে গাঁথা থাকে।

বিভাগ — চিঠিপত্র

ডঃ শান্তনু ঘোষের "নর্মদাম্যান" প্রবন্ধটি পড়ে খুব ভাল লাগল। মনে হচ্ছে আমি দু একটা কথা যোগ করি, অবশ্য সম্পাদক মশাই যদি দয়া করে অনুমতি দেন। মধ্যপ্রদেশের নর্মদা ভ্যালি সত্যিই এক বিস্ময়ের জায়গা। ঊনবিংশ শতাব্দীর ২০ দশকে ক্যাপ্টেন "ঠগি স্লিম্যান" (দার্জিলিঙ যুদ্ধের পরে ঠগিদের দমনে কৃত হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ তাঁকেই 'ঠগি' উপনাম দেয়) একদিন দুপুরে ঠগিদের খোঁজে নর্মদা নদীর অববাহিকায় ভ্রমণকালে stratigraph-র এক স্তরে "একটা পাথর হয়ে যাওয়া" হাড়ের টুকরোর মতো জিনিস পেলেন। তিনি সেটি সংগ্রহ করে নিজের 'স্যাকে' ভরে নিলেন। কয়েকদিন পরে জব্বলপুর নিবাসী এক সাহেব বোটানিস্ট তথা ডাক্তারের নিকট পাঠিয়ে দেন। ডাক্তারবাবু কিছু কূলকিনারা করতে না পেরে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক যেমন প্রিন্সেপের নিকট পাঠিয়ে দেন। এর মধ্যে ১৮১৫ সালে সোসাইটির মিউজিয়াম অংশটি আলাদা করে ওলন্দাজ বোটানিস্ট ডঃ ন্যাথানিয়েল-এর তত্ত্বাবধানে Calcutta Museum–এ পরিণত হয়ে গেছে। যাই হোক, ঐ 'পাথরের' টুকরোটা বিলাতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলে সেখানে নানান পরীক্ষার পরে জানা যায় যে এটি একটি 'ডায়ানাসোরাসের' ঊরথের (femur) ফসিল। ডায়ানাসোরসের ফসিলটি কলকাতায় ফিরে এসে ২৭ নম্বর চৌরঙ্গি-র বাড়িগুলির কোনও একটিতে কুড়াকাচড়ার স্তুপে চাপা পড়ে হারিয়ে গেল। আজ থেকে প্রায় দশ বছর পূর্বে সেটির খোঁজ পেয়ে বর্তমানে শো কেসে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ঐ নর্মদা ভ্যালিতে ঐ যুগে অসংখ্য ডায়ানাসোরাসের ফসিল ডিম বিশাল মূল্যে বিক্রি করে অনেক মানুষ ধনী হয়ে যান। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি একটা পূর্ণ ডায়ানাসোরাস দেখতে চান, তাহলে বরানগরে Indian Statistical Institute-এ চলে যেতে পারেন। এটি অবশ্য বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত ডায়ানাসোরাসের ফসিলের টুকরো জুড়ে তৈরি করা।

আর একটা কথা, কর্মজীবনের প্রথম দিকে প্রায়ই আমার মনে প্রশ্ন জাগত — এই তো কতদিকে কত মনুষ্যেতর জীবের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, সোয়াঙ্গকম ম্যান, পিকেনসিস আরও কত কী। ভারতবর্ষে একটারও খোঁজ মেলে না। অবশেষে একদিন শিবালিক পাহাড়ে একটি চোয়ালের টুকরোর খোঁজ মিলল। সবাই আনন্দে আটখানা। এই তো হিউম্যান ফসিল পাওয়া গেছে। উঠসাহ ভরে তার নাম দেওয়া হল—রামাপিথিকাস। আনন্দ আর দেখে কে? কিন্তু ধপাস করে পড়তে দেশি সময় লাগল না। দেশ-বিদেশের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর নির্ণীত হল যে এটি একটি Primate-এর চোয়াল। এর পরে বিগত আশির দশকে এক স্কাল-এর টুকরোর খোঁজ পাওয়া গেল। মহা উৎসাহে সেই খবর ভারতের ভূতাত্ত্বিক সর্বক্ষণের পত্রিকায় প্রকাশ করা হল। কিন্তু এবারেও ফেল। পরীক্ষায় জানা এটিও মনুষ্যেতর প্রাণী।

—সুভাষ বোস (১৯৪৯)

নবনীতা দেবসেন-এর একটি অপ্রকাশিত রচনা

সদ্য প্রয়াত সুলেখিকা ও অধ্যাপিকা নবনীতা দেবসেন অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অ্যালামনি পুরস্কার ২০০৬ অনুষ্ঠানে ৮ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে আমাদের স্কুলে এসেছিলেন। গলা খারাপ ও ডাক্তারের বারণে সেদিন কিছু বলতে পারেননি। তাঁর লেখা মাইকে পাঠ করেছিলেন সেদিনের সঞ্চালক সুকমল ঘোষ। কয়েকটি পুরস্কার বিতরণ করে দ্রুত চলে গিয়েছিলেন। যাবার সময় খুবই কম কথা হয় আমার সঙ্গে, আমি তখন অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি — স্কুল, পাড়া, আত্মীয়বর্গ, যাদপুর (আমার বাবা বিষ্ণুপদ সিংহ, যিনি এই স্কুলেরও প্রাক্তন শিক্ষক, তিনি তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাঁর ছাত্রী) নিয়ে। বলে গেলেন, লেখাটি পরে ছাপাতে, বক্তব্য পাঠের পর। আমার কাছে ছিল অনেকদিন। খোঁজাখুঁজিতে এখন সেই অপ্রকাশিত রচনাটি মুদ্রিত হল। — দেবপ্রসন্ন সিংহ

৮/১০/২০০৬

নমস্কার। আপনারা আমার বিজয়ার শুভকামনা গ্রহণ করুন। প্রথমেই মার্জনা প্রার্থনা করে নিচ্ছি, আমার কণ্ঠস্বর আমার সঙ্গে বিরোধিতা করেছে, গত কয়েকদিন যাবৎ আমার নানা চিকিৎসা চলছে, বাক্যবাগীশি স্বভাব হওয়া সত্ত্বেও আমি মৌন অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছি। জিহ্বায় একটি ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে বলে বাক্য উচ্চারণ চিকিৎসকের বারণ। আমি জানি, উৎসবের মধ্যে এ ভাবে মূকাভিনেতার ভূমিকাতে অবতীর্ণ না হওয়াই ভদ্রতা হত। কিন্ত আমি যে এসেছি তার অনেকগুলি কারণ আছে।

এটি আমাদের পাড়ার ইশকুল। ছোটোবেলা থেকে জানি এটা দাদাদের ইশকুল, আমাদের এখানে গতিবিধি ছিল না। শুধু ছেলেরাই পড়ত, ছেলেরাই পড়াতেন, মেয়েদের এখানে আসা যাওয়া ছিল না আমাদের বাল্যকালে। এত বড় প্রাসাদের মতো সৌধ, এর ভিতরে কী আছে, সেই রহস্য জানবার ইচ্ছে ছিল ছোটোবেলা থেকেই। আজ আপনাদের আমন্ত্রণে আপনাদের মধ্যে আসার সুযোগ পেয়ে তাই হারাতে চাইনি, অসুস্থ শরীরেও এসে উপস্থিত হয়েছি। জায়গাটা যে জগদ্বন্ধু ইশকুল। এককালে এখানে আমাদের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। কালে কালে কতই হল, বলুন? একটি পঞ্চাশ বছরের কৌতূহলের সমাপ্তি হল আজ।

আমি এই ইশকুলের প্রাক্তনী নই, আমার পাড়ার ছেলেরা আর আমার দাদাভাই, ছোটো ভাই, এরা সবাই এখানকার প্রাক্তন ছাত্র। তখন তো পাড়ার ছেলেমেয়েরা পাড়ার ইশকুলেই যেত, সেখানে বাংলা মাধ্যমে দিব্যি চমৎকার পড়াশুনো শিখে মানুষ হয়ে পৃথিবীতে নিজের জায়গা করে নিত। এখন অন্য রকম হাবভাব হয়েছে, পাড়ার ইশকুলে না দিয়ে বেপাড়ার ইংরিজি মাধ্যমের ইশকুলে বাচ্চাদের পাঠাই আমরা তাতে কতটা উন্নতি হয় তা অবশ্য জানা নেই। তবে এও সত্যি, এবং যারপর নাই দুঃখের কথা যে সারা দেশেই এখন ইংরিজি মাধ্যমের রমরমা।

পাড়ার বাংলা মাধ্যমের যে ইশকুলগুলির আভিজাত্যের গৌরব একদা শহর শুদ্ধু ছড়িয়েছিল, অর্থাভাবে, অন্যান্য নানা অসুবিধার কারণে, সামগ্রিক যত্নের অভাবে ক্রমশ সেগুলি তাদের যশ এবং ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। এ কেবল বাংলার দুর্ভাগ্য নয়, সারা ভারতবর্ষের সমস্ত মাতৃভাষার ইশকুলগুলির গল্প এখন।

এর মধ্যে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আজ আমাদের পাড়ার জগদ্বন্ধু স্কুলে প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মিলনী উৎসবে যোগ দিতে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ আনন্দ প্রকাশের ভাষা আজ আমার গলাতে নেই, এজন্যে ছাত্র এবং শিক্ষক সকলের কাছেই আমি আরেকবার ক্ষমা চাইছি। আপনারা জানেন যে আমি এখানকার প্রাক্তনী না হলেও এপাড়াতেই বড় হয়েছি। আমিও শিক্ষকের জীবনই যাপন করেছি ত্রিশ বছহরের বেশি, তাই আপনাদের সঙ্গে আমার মনের প্রাণের মিল আছে। আজ এসেছি পাড়ার মেয়ে হিসাবে আপনাদের উৎসবে যোগ দিতে। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। তার কারণও শিক্ষকতা।

শরীর সুস্থ নয়, অথচ আজ আমার তিনজন পুরোনো ছাত্রীর একটি আবদারের জন্য যেতে হবে। তারা নিউ আলিপুরে একটি কফি শপ করেছে, সেখানে আজ সন্ধেবেলাতে কবিতা পাঠের আসর। আমাকে যেতেই হবে। আজকে আমার পক্ষে যদিও কবিতা পড়া সম্ভব নয় তবু উপস্থিত না থাকলে তো আপনারা বুঝতেই পারছেন কী অভিমানের ব্যাপার হবে।

আমাকে আম্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ। অনেকদিনের ইচ্ছে পূরণ হল। জগদ্বন্ধু ইশকুলের ভিতরটা কেমন দেখা হল।

আপনাদের সকলকে আমার প্রীতি ও শুভ কামনা জানাচ্ছি। আপনাদের উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর হোক।

তাড়াতাড়ি চলে যাবার জন্য আরেকবার বিনীত হয়ে ক্ষমা চাইছি। মনে করবেন না যেন, ইচ্ছে ছিল না। নমস্কার।

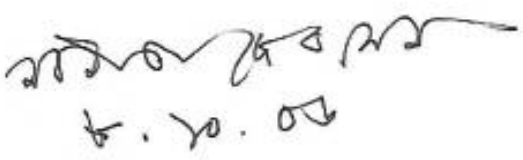

নয়নাভিরাম হিমাচল — সিমলা কুলু মানালি

দেবপ্রতিম ভট্টাচার্য

হিমাচল প্রদেশ হল সৌন্দর্যের আকর। সম্পূর্ণভাবে হিমাচলকে দেখতে হলে আপনাকে ছয়টি ভাগে ভাগ করে নিয়ে দেখতে হবে। হিমালয় পর্বতের সুবিশাল বৈচিত্রের সম্ভারের প্রায় পুরোটাই আপনি পাবেন হিমাচল প্রদেশে। হিমালয়ের নবীন ভঙ্গুর পর্বতমালা বা শিবালিক হিমালয়ান রেঞ্জ থেকে শুরু করে প্রাচীন প্রস্তরীভূত রুক্ষ পর্বতমালা বা ট্রান্স হিমালয়ান রেঞ্জ এই দুইয়ের মাঝেই বিস্তার এই অনিন্দ্যসুন্দর রাজ্যটির। হিমাচল প্রদেশের অপর এক বৈশিষ্ট্য হল তার নদীসমূহ। পাঞ্জাবের পঞ্চনদ-এর চারটিকেই আপনি দেখতে হিমাচল প্রদেশে। সেগুলি হল শতদ্র, বিপাশা, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা। এই রাজ্যের একেকদিকে একেকটি নদীকে দেখতে পাওয়া যাবে। হিমাচল প্রদেশের যে অংশে সবেচেয়ে বেশি সংখ্যক অভিযাত্রী প্রতি বছর গিয়ে থাকেন সেই সিমলা, কুলু আর মানালির উপরেই একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণসূচী পাঠকদের জন্য রাখলাম।

কলকাতা থেকে সিমলা যাওয়ার সবচেয়ে ভাল রাস্তা হল সরাসরি ট্রেনে করে যাওয়া। হাওড়া থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটা চল্লিশে ছেড়ে যাওয়া কালকা মেলে দুরাত কাটিয়ে তৃতীয় দিন সকালে কালকা পৌঁছে সেখান থেকে ন্যারোগেজ রেলে (কালকা-সিমলা রেলপথ) চড়ে ৯৬ কিমি পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যান সিমলাতে। ব্রিটিশদের তৈরি এই ছোটলাইনের রেলপথের সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। এই রেলপথে অসংখ্য গার্ডার ব্রিজ, লিভার ব্রিজ, হলো-রুফ ব্রিজ ছাড়াও আছে ১০৩টি টানেল। এই রেলপথে ভ্রমণ না করলে আপনি সত্যিই এক নৈসর্গিক অভিজ্ঞতা লাভ করা থেকে বঞ্চিত হবেন। এই রেলপথটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ রেলপথের অন্তর্ভূক্ত। বিকল্প ব্যবস্থায় দিল্লি, চণ্ডীগড় বা কালকা থেকে সড়কপথে সরাসরি বাস বা গাড়িতে চড়েও যাওয়া যায় সিমলাতে। কালকা থেকে গাড়িতে সিমলা যেতে সময় লাগে চার ঘন্টা। ট্রেনে কমবেশি সাড়েপাঁচ ঘন্টা।

সিমলাকে ঠিক মতো দেখতে হলে পায়ে হেঁটে দেখাই সবচেয়ে ভাল, কিন্তু তাতে সময় ও পরিশ্রম উভয়ই বেশি। তবু কোনও উৎসাহী পর্যটক তা দেখতে চাইলে সিমলার ম্যালের উপরে হিমাচল পর্যটনের অফিসে যোগাযোগ করলে ম্যাপসহ ট্রেক পথের হদিস পেয়ে যাবেন। শহরের মধ্যের প্রধান দ্রষ্টব্যগুলির মধ্যে সিমলার ম্যাল, দ্য রিজ, কালিবাড়ি, ভাইসরয়'স হাউস, সামার হিল, তারা দেবী মন্দির, মনস্কামনা মন্দির এবং জাখু হিলসের হনুমান মন্দিরটি অবশ্য দর্শনীয়। এগুলি একদিনেই দেখা হয়ে যায়। সিমলা থেকে কয়েকটি বাইরের ট্যুর আছে যেগুলি দেখে দিনে দিনে সিমলা ফিরে আসা যায়। এগুলি হল — ১) চেইল-কুফরি-ফাগু, ২) নালডেহরা ও তপ্তপানি আর ৩) নারকান্ডা ও হাটু পর্বত। চেইল প্যালেস বর্তমানে হিমাচল ট্যুরিজম-এর বিলাসবহুল হোটেল, কুফরির বাংলো বিখ্যাত তার সিমলা চুক্তির জন্য, নাল্ডেহরার গলফগ্লেড হল ঘন সবুজে ছাওয়া ঘাসের মখমলের উপরে গলফকোর্স। তপ্তপানিতে গরম জলের প্রস্রবণ আর শীতকালে স্কি খেলার আসর বসে যেখানে হাটুপর্বতের ঢালের নারকান্ডা দেখতে খুবই ভাল লাগবে আপনার।

সবকটি জায়গা দেখতে হলে দিন তিনেক সিমলায় থেকে বেরিয়ে পড়ুন মানালির উদ্দেশে। সিমলা থেকে মানালি পর্যন্ত পথের দূরত্ব ২৭০ কিমি। পথশোভা অতি মনোরম। সিমলা থেকে রওনা হয়ে বিভিন্ন পাহাড়ের ঘাট বেয়ে চড়াই-উতরাই হয়ে বাস আসবে বিলাসপুরের প্রায় সমতলভূমিতে। তারপর আবার চড়াই পথ বেয়ে উঠে আসবে মান্ডিতে। মান্ডি থেকে আপনার সঙ্গী হবে বিপাশা নদী। এই বিয়াস বা বিপাশা নদী মান্ডি থেকে মানালি পর্যন্ত পরবর্তী ১১০ কিমি পথ আপনার সঙ্গে থাকবে। কোথাও শান্ত, কোথাও বা উচ্ছল বিয়াসের সঙ্গে সঙ্গে অনিন্দ্যসুন্দর পথশোভা দেখতে দেখতে পৌঁছে যান কুলুতে। কুলুর দশেরা ময়দান হয়ে মানালির পথে খানিক এগিয়ে পথের বাঁ দিকে পড়বে বৈষ্ণোমাতা মন্দির। দর্শন সমাপনান্তে এগিয়ে চলুন মানালির পথে। মান্ডি থেকে কুলু আসার পথে কুলুর ৮ কিমি আগে পড়ে অট্ বলে একটা জায়গা। এখান থেকে একটি রাস্তা সোজা কুলুর দিকে ও অপর একটি রাস্তা ডানদিকে বেঁকে বিয়াস নদীর দিকে চলে গিয়েছে। ডানদিকের রাস্তায় গেলে দেখা যাবে সেই রাস্তা বিয়াসের উপরের ব্রিজে গিয়ে মিশেছে এবং অপর পাড়ে গিয়েছে। এখানে বিয়াসের সঙ্গে মিশেছে পার্বতী নদী। ব্রিজ পেরিয়ে পথ আবার দুইভাগ হয়েছে। ডানহাতি পথ কুলুর বিমানবন্দর ভুন্টার হয়ে আরও এগিয়ে জালোরি পাস পার হয়ে কিন্নরের রাস্তায় গিয়ে মিশেছে আর বামহাতি পথ পার্বতী নদীর ডানপাশ দিয়ে গিয়ে কাসোল হয়ে পৌঁছে গেছে মনিকরণে। পবিত্র শিখ তীর্থস্থান এই মনিকরণ। এখানকার গুরুদ্বারের লঙ্গরে নিখরচায় সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায়। পার্বতী ভ্যালিতে অবস্থিত এই জায়গার প্রশস্তি তার উষ্ণ প্রস্রবণের জন্যও। মনিকরণে পা রাখলেই গন্ধক বা সালফারের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ আপনার নাকে প্রবেশ করবে। অনেকেই সিমলা থেকে মানালি যাওয়ার পথে মনিকরণ দর্শন করেন তবে আমার মনে হয়, মানালি থেকে একদিনের সফরে মনিকরণ ও নগগর দর্শন সেরে মানালি ফিরে যাওয়াই ভাল। এই নগগরে নিকোলাস রোয়েরিখ আর্ট মিউজিয়াম দেখতে ভুলবেন না। বিখ্যাত রাশিয়ান শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখ-এর চিত্রশিল্প সন্রক্ষিত আছে এখানে। যাই হোক, বৈষ্ণোদেবী মনদির দর্শন করে মানালির পথে আরও এগিয়ে মানালির ১২ কিমি আগে পড়বে রাইসন। এখানে পথ নেমে এসেছে বিয়াসের রিভারবেডে। এখানে নদী বক্ষে র‍্যাফিটিং আর ট্রাউট ফিশিং হয়। কুলু থেকে মানালি এই ৩০ কিমি পথে প্রায় পুরোটাই রাস্তার বামদিক জুড়ে ছড়িয়ে থাকে আপেল বাগিচা আর ডান দিকে বিয়াস নদী। রাইসন পেরিয়ে সোজা সামনের দিকে তাকালেই চোখে পড়বে ঝকঝকে বরফের চূড়া। বিয়াস নদীর উৎপত্তি স্যে সোনেপানি গ্লেসিয়ার থেকে তার বরফাবৃত চূড়া আপনাকে মানালিতে স্বাগত জানাবে, বিয়াস নদীর মূল উৎপত্তিস্থল অবশ্য রোটাং পাসের উপরে বিয়াস কুণ্ড। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ভাললাগার রেশ নিয়ে আপনি পৌঁছে যাবেন মানালিতে।

মানালিতে প্রথম দিন আপনি দেখবেন হিড়িম্বা দেবী মন্দির, পুরোনো মানালি, ক্লাবহাউস, বৌদ্ধ মনাস্ট্রি ও বনবিহার। আর সন্ধ্যাবেলা অবশ্যই ম্যাল এবং তৎসংলগ্ন বাজার ঘুরে দেখে নেবেন। দ্বিতীয় দিন সকালে সকালে বেরিয়ে পড়ুন রোটাং পাসের উদ্দেশে। রোটাং পাসের দূরত্ব মানালি থেকে মাত্র ৫ কিমি কিন্তু যেতে সময় লাগে চার ঘন্টারও বেশি। এর কারণ হল, মানালির উচ্চতা ৫৫০০ ফুট আর রোটাং-এর উচ্চতা ১৪৫০০ ফুট। গাড়ি যায় ১৩৫০০ ফুট পর্যন্ত, পিকটপ-এ উঠতে গেলে আরও ১০০০ ফুট পায়ে হাঁটতে হয়। মাঝে পড়ে বিয়াস কুণ্ড। রোহতাং শব্দের অর্থ হল "মৃতদেহের স্তূপ"। আগে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য হত এই পথে। তীব্র ঠান্ডা আর ঝোড়ো হিমশীতল হাওয়ার জন্য পথিমধ্যে মারা যেত বণিক এবং মালবাহী খচ্চরেরা। মৃতদেহ জমে স্তূপ হয়ে থাকত পথের উপর। সেই থেকে এরকম নাম। আজও রোটাং যাত্রীদের দুপুর দুটোর পরে পাসে থাকার অনুমতি দেয় না সামরিক বিভাগ। এখন রোটাং যাত্রীদের উপর আরও অনেক বিধিনিষেধ চাপানো হয়েছে আর বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন পড়ে। সেই খবর আপনি মানালি গিয়েই সংগ্রহ করবেন। রোটাং থেকে ফেরার পথে অবশ্যই দেখবেন ছবির মতো সুন্দর সোলাং ভ্যালি আর উষ্ণপ্রস্রবণ বশিষ্ঠ কুণ্ড। রোটাং পাসের অপর পাড়ে আছে অনিন্দ্যসুন্দর লাহুল ও স্পিতি উপত্যকা। তার বর্ণনা পরে একসময় দেব।
পরের দিন আপনি দেখতে যাবেন মনিকরণ। সেখান থেকে মানালি ফিরে আসতে পারেন বা মান্ডিতে গিয়ে এক রাত কাটাতে পারেন। তার পরের দিন সোজা চণ্ডীগড়ে নেমে এসে রাত একটা দশে কালকা-হাওড়া মেলে উঠে পড়ুন, একরাশ ভাললাগার স্মৃতিকে সঙ্গী করে বাড়ি ফেরার জন্য।

শুভানন্দ ঘোষ-এর ছবি

সরস্বতী

অসিত কুমার সাহা

চোখের কোণে কাজল ছিল আঁকা
ঠোঁটের মাঝে রঙবেরঙের আলো
গড়িয়াহটের মোড়ে; দেখেছি কত পরি
পথের মাঝে শুধুই আমি, সোনার মোহর গুনি।

প্রহর যেন সজাগ—বধির কাল
বিদ্যাসাগর ভাসছে আকাশ জুড়ে
সূর্যালোকে হারিয়ে গেছে রঙ
সরস্বতী পথেই খেলা করে।

পান্তাবুড়ির গল্প শোনার রাত
বিকেলগুলো ফুরিয়ে যেত মাঠে,
আজ ওরা সব বিদ্যাবসন দেবী
স্বপ্ন আবিল জয়ের গুণিতকে

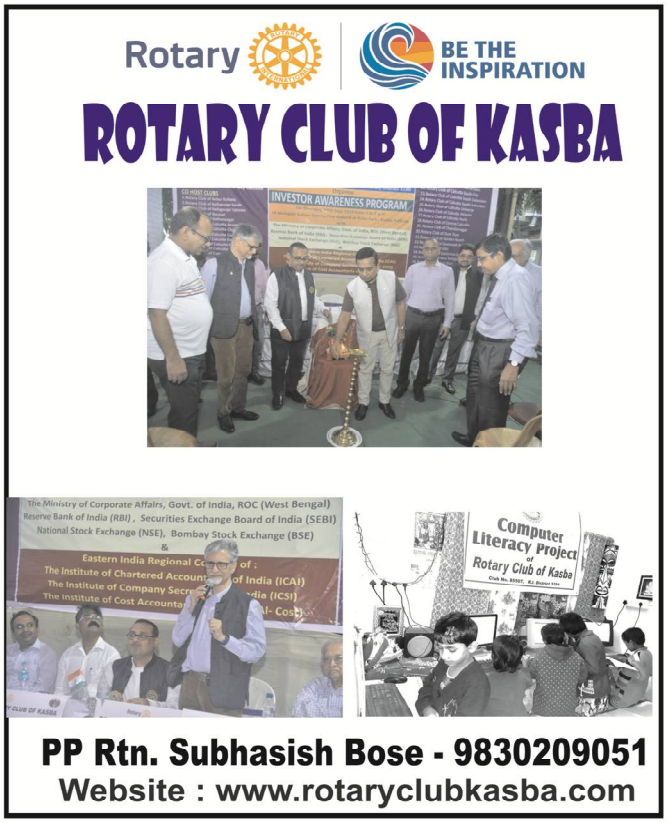

মহেন্দ্র লাল দত্ত®
mld®
MOHENDRA LAL DUTT
A TRADITION OF TRUST
SINCE: 1882
47/3B, GARIAHAT ROAD, KOLKATA-700019
Phone: 033 24631168
(M) 9830174960 / 9903731550
website: www.mldumbrella.com

Rotary
BE THE INSPIRATION
ROTARY CLUB OF KASBA

PP Rtn. Subhasish Bose - 9830209051
Website : www.rotaryclubkasba.com

যার খাবার খেলেই মন ভালো হয়ে যায়
গুণ ক্যাটারার
৪২/৪৩ ইষ্ট এণ্ড পার্ক, কলকাতা – ৩৯
০৩৩ ২৩৪৩ ৯৬৮৮
৯৮৩১০০১১০৯ / ৭০০৩৬৬৮৯৬৩

মোবাইলে বা কমপিউটারে খুলুন
kheya.org
আমাদের ডিজিটাল খেয়া পড়ুন ও লেখা পাঠান। সাহিত্য, প্রতিবেদন, ফিচার, লাইফস্টাইল, খেলা ইত্যাদি নানান বিভাগে লেখা এবং ছবি (১২০০পিক্সেলের মধ্যে) পাঠান।
সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬

Edited by Santanu Chatterjee on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019.M: 8981752100 Publisher's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.